

তারুদীরঃ আল্লাহ্র এক গোপন রহস্য

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তারুদীর বিষয়ে বিস্তারিত রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আব্দুল আলীম ইবনে কাওসার

তারুদীর সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বাণী

* আলী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, একদিন তাঁর সামনে তারুদীরের কথা বলা হলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় তাঁর মুখের মধ্যে প্রবেশ করালেন। অতঃপর ঐ আঙ্গুলদ্বয় দ্বারা হাতের তালুতে দু'টি দাগ দিলেন এবং বললেন,

«أَشْهَدُ أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّقْمَتَيْنِ كَانَتَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ»

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই দাগ দু'টিও আল্লাহ্র তারুদীরের মূল কিতাব তথা লাওহে মাহফূযে লেখা ছিল'।[1]

* আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন,

«لاَ واَللهِ لاَ يَطْعَمُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ»

'আল্লাহ্র কসম! তারুদীরের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত কেউ ঈমানের স্বাদ পাবে না'।[2]

* আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন,

«الْعَجْنُ وَالْكَيْسُ مِنَ الْقَدَر»

'অপারগতা এবং বিচক্ষণতা তারুদীরেরই অংশ'।[3]

* ত্বাউস (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তিনশ' ছাহাবীকে পেয়েছি, তাঁরা সকলেই বলেন,

«كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ»

'সবকিছু তারুদীর অনুযায়ীই হয়'।[4]

* ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন,

«مَا غَلاَ أَحَدٌ فِي الْقَدَرِ إِلاَّ خَرَجَ مِنَ الإِسْلَامِ»

'তারুদীর নিয়ে যে-ই বাড়াবাড়ি করেছে, সে-ই ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে'।[5]

* তিনি আরো বলেন,

«لَيْسَ قَوْمٌ أَبْغَضَ إَلَى اللهِ مِنَ الْقَدَريَّةِ»

'আল্লাহ্র নিকট ক্বাদারিইয়াদের চেয়ে ঘৃণিত আর কোন সম্প্রদায় নেই'।[6]

* একদা ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) কে বলা হয়েছিল, একদল লোক বলে যে, তারুদীর বলতে কিছু



নেই। তখন তিনি বলেছিলেন.

«أُولَئِكَ الْقَدَرِيُّونَ. أُولَئِكَ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ»

ওরাই হল ক্বাদারিইয়াহ সম্প্রদায়, ওরাই এই উম্মতের মাজূসী বা অগ্নিউপাসক'।[7]

- * হাসান বাছরী (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তারুদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, সে কাফের হয়ে যাবে'।[৪]
- * ইমামু আহলিস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ইমাম আহমাদ (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'ক্বাদারিইয়াহ, মু'তাযিলাহ এবং জাহ্মিইয়াদের পেছনে ছালাত আদায় করা যাবে না'।[9]

ফুটনোট

- [1]. আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ, আস-সুনাহ, ২/৪৩২, আছার/৯৫৫, তাহকীক: মুহাম্মাদ সাঈদ কাহত্বানী, (দাম্মাম: দারু ইবনিল কাইয়িম, প্রথম প্রকাশ: ১৪০৬ হি:); আজুর্রী, আশ-শারী আহ, ২/৮৪৪, আছার/৪২১; ইমাম লালকাঈ, শারহু উছুলিল ই তিকাদ, ৪/৭৩৭-৭৩৮, নং ১২১৩)। বর্ণনাটি যঈফ।
- [2]. শারহু উছ্লিল ই'তিকাদ, ৪/৭৩৯, আছার/১২১৮; আব্দুর রাযযাক্ক, আল-মুছান্নাফ, ১১/১১৮, আছার/২০০৮১, তাহকীক্ব: হাবীবুর রহমান আ'যমী, (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৯৮৩ ইং)।
- [3]. বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ/২৫; শারহু উছূলিল ই'তিকাদ, ৩/৬০৭-৬০৮, আছার/৯৭০।
- [4]. শারহু উছুলিল ই'তিকাদ, ৪/৬৪০, আছার/১০২৭।
- [5]. প্রাগুক্ত, ৪/৬৯৯, আছার/১১**৩**১।
- [6]. আস-সুন্নাহ, ২/৪১৭, আছার/৯১২।
- [7]. প্রাগুক্ত, ২/৪**৩৩**, আছার/৯৫৮।
- [৪]. হাফেয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন্বালা, তাহকীক: শু'আইব আরনাউত্ব এবং অন্যান্য, (বৈরূত: মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, নবম প্রকাশ: ১৯৯৩ ইং), ৪/৫৮১।
- [9]. আনুল্লাহ ইবনে আহমাদ, আস-সুন্নাহ, ২/৮০৮, আছার/১৩৫৪।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=15061

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন